

সর্বহারা দমনের নামে নৈরাজ্য

সরকার কি নিজের ব্যর্থতাকে সীকার করে নিচ্ছে

রাজশাহী অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন কার্যকর আছে কি না এই প্রশ্নের জবাব সরকারই ভালো দিতে পারবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে সর্বহারা ও চরমপন্থি দমনের নামে সেখানে রাজত্ব কায়েম হয়েছে আরেক দল সন্ত্রাসী ও চরমপন্থির। যাদের নেতা হিসেবে আছেন বাংলা ভাই নামের একজন। আমরা এটাও দেখছি যে এই রাজত্ব রক্ষা করতে মহা তৎপর সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন।

সর্বহারা ও চরমপন্থি দমনের নামে ‘জাগ্রত মুসলিম জনতা’ নাম ধারণ করে যে সন্ত্রাসী চক্র মাঠে নেমেছে, তাদের মাঠে নামানোর পেছনে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর নামও বিভিন্ন সময় উচ্চারিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে সরকারের কোনো মহল এই চক্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ সব কারণেই তারা যা খুশি তা-ই করতে পারছে। এই সন্ত্রাসীরা তলোয়ার, ছোরা, হকিস্টিক নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যাকে খুশি যখন-তখন ধরে আনে, পেটায়, নির্যাতন করে, খুন করে। এখন তারা ধর্ষণও শুরু করেছে। পুলিশ তাদের ধরছে না, বরং তাদের পাহারা দিচ্ছে। পুলিশের প্রহরায় তারা মিটিং করছে। প্রশাসনের সমুতি বা সিদ্ধান্ত ছাড়া নিশ্চয়ই পুলিশ এ কাজটি করছে না। যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েও বাংলা ভাই ‘সহিসালামতেই’ আছেন।

সরকারের লুকোচুরি

এদিকে যেখানে বাংলা ভাইয়ের পেছনে সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী এবং পুলিশ-প্রশাসনের সমর্থন ও সহযোগিতার বিষয়টি স্পষ্ট, সেখানে আবার এ নিয়ে সরকারের লুকোচুরিও লক্ষণীয়। সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির সভায় যখন বাংলা ভাই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়, তখন নাকি এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আর সুরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও সভায় জানিয়েছেন, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুরুতে পুলিশ বলল তারা এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ পায়নি, এখন শোনা যাচ্ছে, মৌখিক নির্দেশ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো-বাংলা ভাই এখনো গ্রেপ্তার হয়নি, আর বাহিনীর তৎপরতাও বন্ধ হয়নি।

সরকারের এই আচরণের অর্থ কী তা আমরা জানি না। কিন্তু সরকার এর বিপদ সম্পর্কে কতটুকু সচেতন বা সেটা বোঝার মতো বোধবুদ্ধি তাদের আছে কি না সে সংশয় আমাদের রয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন চরমপন্থিদের দমনে ব্যর্থ হয়ে যখন প্রাইভেট বাহিনী মাঠে নামায়, সেটা যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের চরম ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে তা কি সরকার কখনো ভেবে দেখেছে?

জনপ্রতিরোধ নয়, নৈরাজ্য

বাংলা ভাই ও জাগ্রত মুসলিম জনতার নামে যে বেআইনি কাজ-কারবার হচ্ছে তাকে কোনো কোনো মহল ‘জনপ্রতিরোধ বা ‘গণপ্রতিরোধ’ আখ্যায়িত করে এতে মহত্ত্ব আরোপ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া, সংঘবদ্ধ বাহিনী গড়ে তুলে সশস্ত্র মহড়া দেওয়া, কাউকে মারপিট করা কখনো গণপ্রতিরোধ হতে পারে না। এটা সমাজকে নৈরাজ্যের দিকেই ঠেলে দেবে। তার আলামতও আমরা দেখতে পাচ্ছি। দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে ওঠা এই বাহিনীর লোকজনের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়ে বাগমারায় আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ। এই বাহিনীর বিরুদ্ধেও ‘জনপ্রতিরোধ’-এর ঘটনা ঘটছে। রাজশাহীর পবা উপজেলায় অভিযান চালাতে গিয়ে জনগণের হাতে ধরা পড়েছে ‘জাগ্রত মুসলিম জনতার’ ১৯ সশস্ত্র ক্যাডার। ফলে সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

রাষ্ট্রহীন সমাজের লক্ষণ

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সর্বত্রই যদি অপরাধ দমনের নামে এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু হয় বা করতে দেওয়া হয় তবে দেশে সরকার বা পুলিশের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দিয়ে সরকার কি নিজের ব্যর্থতাকেই সীকার করে নিচ্ছে?

সাম্প্রতিক সময়ে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’, ‘রাষ্ট্রহীন সমাজ’ এ ধরনের কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হচ্ছে অনেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। সাবেক সচিব এ এম এম শওকত আলী প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি লেখায় বিভিন্ন

তাত্ত্বিকের এ সংক্ৰান্ত তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। ‘রাষ্ট্র হয়তো তার আইনগত অবস্থান বজায় রেখেছে, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়েছে’ অথবা ‘যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে যুক্ত, এগুলো হয় স্থবির নতুবা অকার্যকর হয়ে পড়ে।’ এই সংজ্ঞাগুলোর সঙ্গে কি বর্তমান পরিস্থিতির অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে না?

সরকার যেন ইচ্ছাকৃতভাবে বা বলা যায় বিচার-বিবেচনাহীন হয়ে দেশটিকে এমন একটি পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। মৌলবাদ ও ইসলামী জঙ্গিবাদের বিস্তার নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ভাবমূর্তির সংকটে আছে বাংলাদেশ। এখন জাগ্রত মুসলিম জনতা বা বাংলা ভাইয়ের কর্মকাণ্ড যখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার পেতে শুরু করেছে তখন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকাও বাংলাদেশে এসে এই প্রসঙ্গটি জানতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, দেশে বাংলা ভাইদের উদ্ভবই প্রমাণ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটুকু নাজুক।

সর্বহারা ও চরমপন্থি দমনে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকে উৎসাহিত করা হলে, আইন কার্যকর আছে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার অবস্থান হারাবে। আমরা চাই সরকারের শুভরুদ্ধির উদয় হোক। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ বা ‘রাষ্ট্রবিহীন সমাজ’ এমন কোনো বিশেষণ ব্যবহৃত হোক তা আমরা চাই না।